## সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

## সুন্নাতে ভরা বয়ান

# উত্তম সদকার বর্ণনা সম্বলিত

# সদকার বাহার সমূহ

(Bangla)

# উত্তম সদকার বর্ণনা সম্বলিত সদকার বাহার সমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَا رَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তা'আলা**র আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তিন ব্যক্তি (ঐ দিন) **আল্লাহ্ তা'আলা**র আরশের ছায়ায় থাকবে। আরজ করা হল: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা হবে? ইরশাদ করলেন: (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার উম্মতের পেরেশানী দূর করে, (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী, (৩) আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠকারী।” (আল বাদূরুস সাফিরাতু লিস্ সূয়ুতী, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬৬)

**আপনে খাতা ওয়ার কো, আপনেহি দামান মে লো,**
**কৌন করে ইয়ে ভালা তুমপে করোড়ো দুরূদ।**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

## বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❈ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ❈ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ❈ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব।

❈ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব। ❈ تُوۡبُوۡا اِلَى الله, اُذۡكُرُ الله, صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ❈ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❈ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াবো। ❈ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ❈ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ❈ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدۡعُ اِلٰى سَبِيۡلِ رَبِّكَ بِالۡحِكۡمَةِ وَ الۡمَوۡعِظَةِ الۡحَسَنَةِ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوۡا عَنِّيۡ وَلَوۡ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ❈ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ❈ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ❈ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ❈ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ❈ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

# অন্ধ, টেকো ও কুষ্ঠ রোগীর পরীক্ষা

**দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, "উয়ুনূল হিকায়াত" ১ম খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠায় সহীহ বুখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করেন:

**নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনজন ব্যক্তি ছিলো, তাদের মধ্যে থেকে একজন কুষ্ঠ (শ্বেত) অর্থাৎ রক্ত নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে শরীরে সাদা দাগের রোগ, দ্বিতীয়জন টাক মাথা এবং তৃতীয়জন অন্ধ ছিলো। **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের পরীক্ষার জন্য মানবীয় আকৃতিতে একজন ফেরেস্তাকে পালাক্রমে তাদের কাছে প্যালেন। সর্বপ্রথম ঐ কুষ্ঠ রোগীর কাছে আসলো এবং তার কাছে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার কাছে কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশি পছন্দ? সে বললো: আমার ভাল ও সুন্দর রঙ্গ পছন্দ। কেননা, এ সাদা দাগ ও খারাপ চামড়ার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। অতঃপর ফেরেস্তা তার শরীরে হাত বুলালেন, তখন ঐ রোগ চলে গেলো। ফেরেস্তা পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কাছে কোন্ ধরণের সম্পদ পছন্দ? সে বললো: আমার উট পছন্দ, ঐ মূহুর্তেই তাকে একটি গর্ভবতী উটনী দেওয়া হলো এবং ফেরেস্তা দোয়া করলেন। **আল্লাহ্ তাআলা**র তোমাকে এটাতে বরকত দান করুক। এরপর ঐ ফেরেস্তা টাক মাথার কাছে আসলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার কাছে কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশি পছন্দ? সে বললো: সুন্দর চুল সবচেয়ে পছন্দ, আর আমি চাই যে, আমার এই মাথার টাক রোগ দূর হয়ে যাক। কেননা, এর কারণে লোকেরা আমাকে অপছন্দ করে, ফেরেস্তা তার উপর হাত বুলালেন, তখন তার মাথার টাক দূর হয়ে গেলো এবং তাকে সুন্দর চুল প্রদান করা হলো। পুনরায় ফেরেস্তা তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার কাছে কোন্ ধরণের সম্পদ পছন্দ? সে বলল: আমার গাভী খুব পছন্দ। অতঃপর তাকে একটি গর্ভবতী গাভী প্রদান করা হলো এবং ফেরেস্তা তার জন্যও দোয়া করলেন, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার জন্য এতে বরকত দান করুক। অবশেষে ঐ ফেরেস্তা অন্ধের কাছে আসলো এবং তার থেকেও জিজ্ঞাসা করলো: তোমার কাছে কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশি পছন্দ?

সে বললো: আমার এটা পছন্দ যে, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে চোখের জ্যোতি দান করুক, যাতে আমি লোকদের দেখতে পারি। ফেরেস্তা তার উপর হাত বুলালেন, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে চোখের জ্যোতি দান করলেন। তার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার কোন্ ধরণের সম্পদ পছন্দ? সে বললো: ছাগল। অতঃপর তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেওয়া হলো। এবার উটনী, গাভী, ছাগল বাচ্চা প্রসব করতে শুরু করলো এবং কিছু দিনের মধ্যেই ঐ তিন পশুর মধ্যে এত বৃদ্ধি পেয়ে গেলো যে, একজনের উট, দ্বিতীয় জনের গাভী, তৃতীয়জনের ছাগলে এক এক মা ভরে গেলো। তারপর ফেরেস্তা ঐ কুষ্ঠ রোগীর কাছে তার প্রথম আকৃতি অর্থাৎ শ্বেত রোগ অবস্থায় আসলো এবং তাকে বললো: আমি এক গরীব ও মিসকীন লোক, আমার সমস্ত খরচাদী শেষ হয়ে গেছে। ফিরে যাওয়ার কোন রাস্তা দেখতে পাচ্ছিনা। কিন্তু আমি **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের আশাবাদি এবং আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি, যে স্বত্ত্বা আপনাকে সুন্দর রং ও চামড়া এবং এই পরিমাণ সম্পদ দান করেছেন। আমি আপনাকে তার ওয়াসেতা দিচ্ছি যে, আমাকে একটি উট দিন। যাতে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি। এটা ঐ ব্যক্তি অস্বীকার করে বললো: আমার উপর প্রথম থেকেই অনেক দায়িত্ব ও অধিকার রয়েছে। ফেরেস্তা বললো: আমার এমন মনে হচ্ছে যে, আমি তোমাকে চিনি, তুমি কি সে নও! যে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলো। আর লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করতো এবং তুমি ফকীর ও অভাবী ছিলে? তার পর **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে সম্পদ দান করেছেন। সে বললো: আমি তো এই সমস্ত সম্পদ উত্তরাধীকার সূত্রে পেয়েছি এবং বংশানুক্রমে এই সম্পদ আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। ফেরেস্তা বললো: যদি তুমি তোমার এই কথার উপর মিথ্যুক হও, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তেমনটি করে দিক যেমনটি তুমি প্রথমে ছিলে। তারপর ঐ ফেরেস্তা টাক মাথা আকৃতিতে আসলো এবং তার কাছে ঐ কথাই বললো যেটা কুষ্ঠ রোগীকে বলেছিলো, সেও কুষ্ঠ রোগীর মতো উত্তর দিলো। ফেরেস্তা বললো: যদি তুমি তোমার কথার উপর মিথ্যুক হয়ে থাকো তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে তোমার প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে দিক। তারপর ফেরেস্তা অন্ধের কাছে তার প্রথম আকৃতিতে আসলো এবং বললো: আমি এক মিসকীন ও মুসাফির,

আর আমার পথ খরচ শেষ হয়ে গেছে, এমন পরিস্থিতিতে নিজ গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবো না। কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলা**র জাতের উপর আশা রয়েছে আর এর পরেই আপনি আমার ভরসা। আমি ঐ জাতের ওয়াসেতা দিয়ে আপনার কাছে চাইছি। যিনি আপনাকে চোখ দান করেছেন। আমাকে একটি ছাগল দাও যাতে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। তখন সে বলতে লাগলো: আসলেই আমি প্রথমে অন্ধ ছিলাম, **আল্লাহ্ তাআলা** চোখের জ্যোতি দান করেছেন। আমি গরীব ছিলাম, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে ধনী করেছেন। তোমার যতটুকু প্রয়োজন এই সম্পদ থেকে নিয়ে নাও আর যা ইচ্ছা রেখে দাও। **আল্লাহ্**র শপথ! তুমি যতটুকু সম্পদ **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য নিতে চাও নিয়ে নাও, আমি তোমাকে বাধা দিবো না। এটা শুনে ফেরেস্তা বললো: তোমার সম্পদ তোমাকে মোবারকবাদ। এই সমস্ত সম্পদও তুমি তোমার কাছে রেখে দাও, তোমরা তিনজনের কাছ থেকে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তোমার জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি আর তোমার দুই বন্ধু অর্থাৎ টাক মাথা বিশিষ্ট ও কুষ্ঠ রোগীদের জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র অসন্তুষ্টি।"

**(বুখারী, কিতাব আহাদীসুল আম্বীয়া, বাব হাদীস আববস ও আ-মা শেষ, ২/৪৬৩, হাদীস- ৩৪৬৪)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বর্ণিত ঘটনা থেকে এটা জানা গেলো যে, অভাবীদের সাহায্য করা এবং **আল্লাহ্ তাআলা** প্রদত্ত সম্পদ থেকে তাদের অভাব পূরণ করা, **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির মাধ্যম, তেমনি ভাবে এটাও জানা গেলো যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিশেষ করে ওয়াজীব সদকা। উদারহণস্বরূপ- যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি না দেওয়ার ক্ষেত্রে **আল্লাহ্ তাআলা**র অসন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা। এজন্য আমাদের ওয়াজীব সদকা আদায়ের পাশাপাশি নফলী ভাবে খুব সদকা করতে থাকা উচিৎ।

**দৌলতে দুনিয়া ছে বে রগবত মুঝে কর দিজিয়ে,**
**মেরী হাজত ছে মুঝে যায়েদ না করনা মালদার।**

**(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২১৮ পৃষ্ঠা)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী চিন্তা ধারার উপর উৎসর্গ হোন যে, **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করছেন যে, আমাকে দুনিয়ার সম্পদ থেকে অনাসক্ত করে দাও এবং আমার প্রয়োজনের চেয়ে অধিক সম্পদ প্রদান করো না। سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! আসুন! আমরাও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করি যে, **আক্বা,**

**দৌলতে দুনিয়া ছে বে রগবত মুঝে কর দিজিয়ে,**
**মেরী হাজত ছে মুঝে যায়েদ না করনা মালদার।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** স্মরণ রাখবেন! যে কোন দেশ জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে যতই উন্নত হোক না কেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে সেখানে এমন পর্যায়ের লোক থাকে যারা বিভিন্ন কারণে গরীব ও নিঃস্বতার স্বীকার হয়। এই ধরণের লোকদের দায়িত্ব **আল্লাহ্ তাআলা** সামর্থবান লোকদের উপর ন্যাস্ত করেছেন। অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** সম্পদশালী মুসলমানদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। যাতে সে তার যাকাতের মাধ্যমে সমাজের দূর্বল ও গরীব লোকদের সাহায্য করতে পারে এবং সম্পদ কিছু লোকের হাতের মুঠেয় আবদ্ধ না থেকে সমাজের কষ্ট প্রাপ্ত গরীব ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে থাকে। যাতে সমাজের মধ্যে জীবন যাপনের সমতা প্রতিষ্ঠা হয়।

**স্মরণ রাখবেন!** যদি **আল্লাহ্ তাআলা** চাইতেন তবে সবাইকে সম্পদশালী করতেন। আর কেউ গরীব থাকতো না, কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছায় কাউকে রাজা কাউকে গরীব বানিয়েছেন, যাতে রাজার সম্পদ ও গরীবের নিঃস্বতার উপর পরীক্ষা করেন। যেমনভাবে ৮ম পারা, সূরা আনআমের ১৬৬ নং আয়াতের মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَهُوَ الَّذِیۡ جَعَلَکُمۡ خَلٰٓئِفَ الۡاَرۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَکُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَبۡلُوَکُمۡ فِیۡ مَاۤ اٰتٰکُمۡ ؕ

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** এবং তিনিই হন, যিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে এককে অপরের উপর বহু মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়, ঐসব বিষয়ের মধ্যে যেগুলো তোমাদেরকে দান করেছেন। (পারা- ৮, সূরা- আনআম, আয়াত- ১৬৬)

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেনঃ অর্থাৎ পরীক্ষায় পতিত করেন যে, তোমরা নেয়ামত ও যশ-খ্যাতি সম্পদ পেয়ে তুমি কি পরিমাণ শুকরিয়া আদায় করছো এবং আমরা একে অপরের সাথে কি ধরণের আচরণ করছি।

(খাযাইনুল ইরফান, ৮ম পারা, সূরা- আনআম, আয়াত- ১৬৬, ২৮৫ পৃষ্ঠা)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বর্ণিত আয়াতে মোবারকা ও তার তাফসীর থেকে জানা গেলো যে, দুনিয়া পরীক্ষার ঘর এখানে কাউকে ঐ জিনিসগুলো থেকে বঞ্চিত করে পরীক্ষায় পতিত করা হয়। নেয়ামত পেয়ে কে কোন্ ধরণের কৃতজ্ঞ অকৃতজ্ঞ হচ্ছে এবং নেয়ামত না পেয়ে কে কতটুকু ধৈর্য ও অধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে কাজ আদায় করে শরয়ী হুকুম সমূহের উপর আমল করার পাশাপাশি খুশী মনে অধিক সদকা করা এবং নিজ আখিরাতের জন্য প্রতিদান ও সাওয়াবের ধন-ভান্ডার একত্রিত করতে ব্যস্ত থাকা। কুরআনুল করীমের বিভিন্ন জায়গায় সদকা করার প্রতি উৎসাহ ও দৃঢ়তা প্রদান করেছেন। যেমনিভাবে- ২৭ পারা সূরা হাদীদের ১০নং আয়াতের মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেনঃ

وَمَا لَکُمۡ اَلَّا تُنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَلِلّٰہِ مِیۡرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** এবং তোমাদের কি হলো যে **আল্লাহ্‌**র পথে ব্যয় করছোনা, অথচ আসমান সমূহ ও জমিনের মধ্যে সব কিছুর ওয়ারিশ (মালিক) **আল্লাহ্‌ই**। (পারা- ২৭, সূরা- হাদীদ, আয়াত- ১০)

"সব কিছুর ওয়ারিশ (মালিক) **আল্লাহ্ তাআলাই**" এর ব্যাখ্যা করে সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সম্পদ তার মালিকানার মধ্যেই থেকে যাবে এবং তোমরা খরচ করার সাওয়াব পাবে না। যদি তোমরা **আল্লাহ্**র রাস্তায় খরচ করো তবে সাওয়াব পাবে। (খাযাইনুল ইরফান, ২৭তম পারা, সূরা- হাদীদ, আয়াত- ১১০ পৃষ্ঠা)

এমনি ভাবে অন্য আরেক জায়গায় সদকার প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলা হয়েছে:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ﴿۹۲﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তোমরা কখনো পূন্য পর্যন্ত পৌঁছবে না যতক্ষণ **আল্লাহ্**র পথে নিজের প্রিয় বস্তু ব্যয় করবে না এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তা **আল্লাহ্**র জানা আছে। (পারা- ৪, সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ৯২)

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বর্ণনা করেন; এখানে খরচ করাটা ব্যাপক। সমস্ত সদকা সমূহের অর্থাৎ ওয়াজীব হোক বা নফল, সব এখানে অন্তর্ভূক্ত। হাসানের বানী হচ্ছে: যে সম্পদ মুসলমানদের প্রিয় আর সেটা **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য খরচ করবে, সেটা এই আয়াতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। যদিও সেটা একটা খেজুর হোক।

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ চিনির বস্তা কিনে সদকা করতেন। তাকে বলা হলো: এর মূল্য কেন সদকা করে দেন না! বললেন: চিনি আমার কাছে খুবই প্রিয় ও সুন্দর। এটা চাই যে, **আল্লাহ্**র রাস্তায় প্রিয় জিনিস খরচ করবো। (তাফসীরে মাদারেক, সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ৯২, ১৭২ পৃষ্ঠা)

**মে ছব দৌলত রাহে হক মে লুটা দোঁ,**
**শাহা এ্যয়ছা মুঝে জযবা আতা হো।** (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা** নিজেই আমাদেরকে নিজের প্রিয় সম্পদ তার রাস্তায় খরচ করতে উৎসাহ প্রদান করছেন। এজন্য আমাদের উচিৎ, কৃপণতা না করে মনখুলে সদকা করা। প্রকাশ্য ভাবে আমাদের কাছে যা কিছু রয়েছে তা **আল্লাহ্ তাআলারই** প্রদত্ত এই জন্য তার প্রদত্ত সম্পদ থেকে তারই সন্তুষ্টির জন্য সদকা করা নিঃসন্দেহে নেয়ামতের মধ্যে বর্ধিত হওয়ার কারণ। যখন তার বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সদকা করা থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়াটা **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হতে পারে। হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী হাশেমী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: “হাত গুটিয়ে নিও না, অন্যথায় তোমার থেকেও গুটিয়ে নেওয়া হবে।” **(বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাব আত তাহরিদ আলাস সদকা, ১/৪৮৩, হাদীস- ১৪৩৩)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিঃসন্দেহে সম্পদ **আল্লাহ্ তাআলার** এক বড় নেয়ামত। এজন্য যাকে **আল্লাহ্ তাআলা** ধন-সম্পদের নেয়ামত দান করেছেন তার উচিৎ, সে এই নিয়ামতের গুরুত্ব দিয়ে এটাকে অপ্রয়োজনে জমা করে না রাখা এবং অনর্থক কাজেও যেন ব্যয় না করা। বরং নিজ মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন এবং অভাবীদের উপর খরচ করে সদকা করার উপকারীতা ও ফল অর্জন করার ভরপুর চেষ্টা করবে। কেননা, যে ব্যক্তি সম্পদ ইখলাসের সাথে নেক কাজের মধ্যে খরচ করে, তার দুনিয়া ও আখিরাত সফল হয়ে যায়। এই ধরণের বান্দা **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় ও আখিরাতের সাওয়াবের অধিকারী হয়। কুরআনুল করীম ছাড়াও হাদীসে মোবারকার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সদকার প্রতি উৎসাহ ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! উৎসাহের জন্য এই প্রসঙ্গে পাঁচটি হাদীসে মোবারকা শুনি:

(১) “**আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: হে আদম সন্তান! তোমার ধনাগার থেকে আমার কাছে কিছু জমা করে দাও। জ্বলবে না, ডুববে না, চুরীও হবে না। আমি ঐ সময় তোমাকে পূর্ণ প্রতিদান দেবো, যখন তুমি এর খুব বেশি প্রয়োজন অনুভব করবে।” **(শুয়াবুল ঈমান, বাব ফিয যাকাত, আত তাহরিদ আলা সদকাতুত তাতো, ৩/২১১, হাদীস- ৩৩৪২)**

(২) "بَاكِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلَآءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ" অর্থাৎ- সকালের শুরুটা সদকা দিয়ে করো। কেননা, মুসীবত সদকার আগে অগ্রসর হতে পারে না।" (শুয়াবুল ঈমান, বাব ফিয যাকাত, আত তাহরিদ আলা সদকাতুত তাতো, ৩/২১৪, হাদীস- ৩৩৫৩)

(৩) "اِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ وَتَمْنَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ وَيُذْهِبُ اللهُ الْكِبْرَ وَالْفَخْرَ" অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে মুসলমানের সদকা হায়াত বৃদ্ধি করে এবং মন্দ মৃত্যু দূর করে এবং **আল্লাহ্ তাআলা** এর বরকতে সদকাকারী থেকে অহংকারের বদ-অভ্যাস দূর করে দেন।" (মাজমায়ুয যাওয়ায়েদ, কিতাবুয যাকাত, বাব ফদলুস সাদাকা, ৩/২৮৪, হাদীস- ৪৬০৯)

(৪) "اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ اَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ وَاِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهٖ" অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে সদকাকারীর সদকা কবরের গরম থেকে বাঁচায় এবং নিঃসন্দেহে মুসলমান কিয়ামতের দিন তার সদকার ছায়ায় থাকবে।" (শুয়াবুল ঈমান, বাব ফিয যাকাত, আত তাহরিদ আলা সদকাতুত তাতো, ৩/২১২, হাদীস- ৩৩৪৭)

(৫) "اِنَّهَا حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ لِمَنِ احْتَسَبَهَا يَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ" অর্থাৎ, যে **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্টির জন্য সদকা করে, তবে সে সদকা তার ও জাহান্নামের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়।" (মুজমায়ুজ যাওয়য়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাব ফদলুস সদকা, ৩/২৮৬, হাদীস- ৪৬১৭)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! সদকা, মুছীবত, ও বিপদ কে দূরে রাখে। সদকা হায়াত বৃদ্ধি করে। সদকা মন্দ মৃত্যুকে দূরীভূত করে। সদকা অহংকার দূর করে। সদকা কবরের গরম থেকে বাচায়। সদকা কিয়ামতের দিন ছাঁয়া হবে। সদকা জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাবে।

**দে নাযা ও কবর ও হাশর মে হার জা আমান আউর,**
**দোযখ কি আগ হে বাচা ইয়া রব্বে মুস্তফা।** (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের পূর্ববর্তী বুযুগদের মধ্যে সদকা করার উৎসাহ উদ্দীপনা এই পরিমান ভরপুর ছিল যে, অনেক সময় ঐ সব মোবারক বুযুর্গগন নিজের প্রয়োজনীয়তাটা আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর উৎসর্গ করে দিতেন। আসুন! উৎসাহের জন্য এক মহা-মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা শুনি: অতঃপর

www.dawateislami.net

## তুলনাহীন তাওয়াক্কুল ও অনন্য সদকা:

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা তৈয়্যেবা তাহেরা رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত, এক মিসকীন তার কাছে কিছু চাইলো, যখন তিনি رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہَا রোযা অবস্থায় ছিলেন এবং ঘরের মধ্যে একটি রুটি ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। তিনি তখন দাসী কে বললেন: তাকে ঐ রুটিটি দিয়ে দাও। তখন দাসী বললো: আপনার ইফতারের জন্য এটা ছাড়া আর কিছু নেই। হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہَا বললেন: তাকে ঐ রুটি দিয়ে দাও। দাসী বললো: আমি তাকে ঐ রুটিটি দিয়ে দিয়েছি। এখনো সন্ধ্যা হয় নি যে, আহলে বাইত বা কোন এক ব্যক্তি যে হাদিয়া দিতেন, তিনি رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہَا এর নিকট হাদিয় সরূপ একটি ছাগল প্যালেন। আনয়ন কারী ঐ মাংস কাপড়ের মধ্যে ডেকে নিয়ে আসলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْہَا আমাকে ডেকে বললেন: নাও এর থেকে খাও, এটা তোমার ঐ রুটি থেকে উত্তম। (শুয়াবুল ঈমান, বাবুল ফিযযাকাত, ফসল, ফিমা জা ফিল ইসার, ৩/২৬০, হাদীস- ৩৪৮২)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এটা ছিলো **আল্লাহ্**ওয়ালাদের আমলের ধরণ, যা কিছুই হাতো আসতো সদকা করে দিতো। এজন্য **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের সদকার বিনিময়ে তাদের কে ভালো থেকে ভালো প্রতিদান দান করতেন যেমনি ভাবে শাইখে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ নিজের সংকলন, "ফয়যানে সুন্নাত"-এর ৫১৩ পৃষ্ঠার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন: ঐ সময়ের আবদাল, হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর বিন খাত্তাব رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ বলেন: আমার দরজায় এক ভিক্ষুক আওয়াজ দিল। আমি স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞেস করলাম: তোমার কাছে কিছু আছে? উত্তর দিলেন: চারটি ডিম। আমি বললাম: ভিক্ষুককে দিয়ে দাও। তিনি তাই করলেন। ভিক্ষুক ডিম পেয়ে চলে গেলো। এখনো মাত্র সামান্য সময় অতিবাহিত হয়েছে, আমার কাছে এক বন্ধু ডিম ভর্তি ঝুড়ি প্যালেন আমি ঘরে জিজ্ঞাসা করলাম, এতে সর্ব মোট কয়টি ডিম রয়েছে? সে বলল: ত্রিশটি। আমি বললাম: তুমি তো ফকিরকে চারটি ডিম দিয়েছ, এই ত্রিশ কোন হিসেবে এসেছে? বলতে লাগলেন, ত্রিশটি ডিম, ভালো, আর দশটি ডিম ভেঙ্গে গেছে।

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আল্লামা ইয়াফয়ি ইয়েমেনী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه বলেন, কিছু হযরত গন এই ঘটনার ব্যাপারে এটা বর্ণনা করেন, ভিক্ষুক কে যে ডিম দেওয়া হয়েছে, সে গুলোর মধ্যে তিনটি ভালো ও একটি ভাঙ্গা ছিল। **আল্লাহ্ তাআলা** প্রত্যেকটির, পরির্বতে দশটি করে প্রদান করেন। ভালো ডিমের পরিবর্তে ভালো ডিম, আর ভাঙ্গার পরির্বতে ভাঙ্গা। (রওদুর রিরাহিন, আল হিকায়াতুল খামেছা ওয়াল ইশরুন, শেষ ২৭৪ পৃষ্ঠা সামান্য পরিবর্তন)

**মে ছব দৌলত রাহে হক মে লুঠ দো,**
**শাহা এ্যয়ছা মুঝে জযবা আতা হো।** (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

## কিতাব, "যিয়ায়ে সাদাকাত" এর পরিচিতি:

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সদকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৫ পৃষ্ঠা সমবলিত কিতাব, "যিয়ায়ে সদাকাত" এ অধ্যায়ন খুবই উপকারী এই কিতাব ১৯ অধ্যায়ে সম্পৃক্ত, যেটার সদকা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা রয়েছে। উদাহরণ সরূপ সদকার অর্থ, ও প্রকার। ফরজ যাকাতের বর্ণনা। যাকাত কাকে দেওয়া যাবে। আত্মীয় স্বজনদের সাথে উত্তম ব্যবহারের ফযীলত। সম্পদ জমা করা কেমন? কৃপনতার তিরষ্কার। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কিতাব অধ্যায়নের মাধ্যমে জ্ঞানের অসংখ্য ধনাগার হাতে আসবে। এই জন্য আজি এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনার বস্তা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে নিজে ও পড়ুন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকেও ভরপুর উৎসাহ দিন, এ ছাড়া আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه এর রিসালা "মদীনার মাছ" এবং মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত রিসালা "সদকে কা ইনআম" পড়লে অনেক উপকার হবে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট, **www.dawateislami.net** থেকে ও এই কিতাবটি পড়া যাবে। ডাউন লোড ও প্রিন্ট আউট ও করা যাবে।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদেরকে পূর্ববতী বুযুর্গরা না শুধু সদকা করতেন,বরং অন্যান্য লোকদেরকে ও এই উত্তম কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। আসুন! এই প্রসঙ্গে তিনটি বাণী শুনি:

## (১) সর্বাবস্থায় সদকা করো:

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: যদি তোমাদের নিকট দুনিয়ার সম্পদ আসে, তবে তার থেকে কিছু খরচ করো। কেননা খরচ করার দ্বারা সেটা শেষ হয়ে যাবে না। আর যদি দুনিয়ার সম্পদ তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তখনো তার থেকে কিছু খরচ করো। কেননা সেটা অবশিষ্ট থাকবে না। (ইহয়াউল উলুম, ৩/৭৩৮)

**মুঝ কো দুনিয়া কি দৌলত না যর চাহিয়ে,**
**শাহে কওসার কি মিঠে নজর চাহিয়ে।** (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫১৩ পৃষ্ঠা)

## (২) দানশীলতা কি?

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, দানশীলতা কি? বললেন: **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য নিজের সম্পদ, বেশি পরিমাণে খরচ করা। তারপর, জিজ্ঞাসা করলো সতকর্তা কি? বললেন, **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য সম্পদ ধরে রাখা। তারপর জিজ্ঞাসা করা হলো: অপচয় কি? বললেন: ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় সম্পদ খরচ করা। (ইহয়াউল উলুম, ৩/৭৩৯)

## (৩) দান ও দয়া ঈমানের অন্তর্ভূক্ত

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: ধর্মীভাবে গুনাহগার এবং জীবনের মধ্যে দরিদ্র ও দুরাবস্থা সম্পন্ন অনেক লোক শুধুমাত্র নিজের দানশীলতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ইহয়াউল উলুম, ৩/৭৪০)

**বিলা হিসাব হো জান্নাত মে দাখিলা ইয়া রব!**
**পড়ুছ খুলদ মে সরওয়ার কা হো আতা ইয়া রব!** (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কিছু লোক বাহানা বানিয়ে সদকার ব্যাপারে অলসতা ও কৃপনতা করে। অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে অভিযোগের ভান্ডার বলতে থাকে। স্মরণ রাখবেন! সদকা করার দ্বারা না সম্পদে কমতি হয় এবং না **আল্লাহ্**র রাস্তায় দেওয়ার জন্য রাজা ও বড় হওয়া শর্ত, যেমন- **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ অর্থাৎ- সদকা করার দ্বারা সম্পদ কমে না। (মুজামু আউসাত, মিন ইসমীহি আহমদ, ১/৬১৯, হাদীস- ২২৭০) অন্য আর এক জায়গায় ইরশাদ করেন: فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ অর্থাৎ- আগুন থেকে বাঁচো, যদি ও খেজুরের একটি টুকরোর মাধ্যমে হোক।

(বুখারী কিতাবুর রিকাক, বাব, মিন নত্তকিসিল হিসাব আযাব, ৪/২৫৭, হাদীস- ৬৫৪০)

এই হাদীসে পাকের মধ্যে ঐ সব লোকদের জন্য উৎসাহ রয়েছে যারা জীবনের পেরেশানীর মধ্যে সম্পৃক্ত হওয়া দ্বারা সদকা করে থাকে। কিন্তু সামান্য জিনিষ সদকা করার কারনে মন ছোট করে নেয়। অথচ সদকা সেটা কম হোক বা বেশী, যদি হালাল সম্পদ দ্বারা ইখলাছের সাথে দেয়া যায়, তবে অবশ্যই সাওয়াবের দিকে থেকে অনেক উত্তম। যেমন- আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সম্মানীত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী নক্বী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: সদকা দেওয়ার মধ্যে ছোট জিনিস কে ও সামান্য মনে করো না। যদি ও অধিক দেওয়ার সক্ষমতা থাকে। হাত পৌঁছে, (অর্থাৎ মানুষ সদকা দেওয়ার ইচ্ছা করে নেয়) কিন্তু শয়তান বাধা দেয়, নফস বাধা দেয়। এক শয়তান কি সত্তর শয়তান সদকা করা থেকে বিরত রাখে।

হাদীস শরীফের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে: "মানুষ তার সদকা সত্তর শয়তানকে চোয়াল ছিড়ে বের করে।" (মুজমায়ুজ যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাব, ইরগামুস শয়তান, বিস সদকা, ৩/২৮২, হাদীস- ৪৬০১) তবে এমনি অবস্থায় সামান্য দিক এবং এটাকে সামান্য মনে করে একেবারে সম্পর্কহীন হবে না। কেননা, সামান্য জিনিষের মুখাপেক্ষীর প্রয়োজনীয়তার কি পরিমান পূর্ণ হবে এবং কৃপনতার মূল অন্তরে জমার ক্ষেত্রে কিছুটা হলে ও কমতি হবে। (ফজায়েলে দোয়া, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিঃসন্দেহে দুনিয়া ধ্বংষশীল এবং এতে মন লাগানো অনেক বড় বোকামী। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের একদিন মৃত্যু আসবে। এই জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হলো এটা যে, মানুষ **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রদত্ত কাজের মধ্যে লেগে যাবে। **আল্লাহ্**র ইবাদত বেশী করবে। সন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করবে। প্রয়োজন অনুসারে হালাল উপার্জন করবে। সর্ম্পদের প্রতি একেবারে মন লাগাবে না। হারাম সর্ম্পদ উপার্জন থেকে একেবারে বেঁচে থাকবে এবং সব সময় শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র হালালই উপার্জন করবে এবং হালাল সম্পদ কে ও নিজের বৈধ প্রয়োজনের মধ্যে খরচ করবে এবং এই হালাল সম্পদ থেকে **আল্লাহ্**র রাস্তার মধ্যে খুব খুব সদকা করে গরীব মিসকীন, অভাবী, নিজের নিকট আত্মীয় এবং দ্বীনি ছাত্রের অবলম্বন হয়ে যান। তাদের দুঃখ দূর্দশা নিজের দুঃখ দূদর্শা মনে করতে এবং তাদের দোয়া নেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু আফসোস! আজকাল সদকার মাধ্যমে গরীবদের সাহায্য করা ও নেকীর কাজের সম্পদ খরচ না করে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয়তা কাজের জন্য তো নিজের কোষাগার থেকে মুখ খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু এই কথার প্রতি কোন মনোযোগ দেওয়া হয়না যে, আমাদের আশেপাশে সমাজের পদদলিত এমন অনেক লোক রয়েছে, না শরীর ঢাকার ভালো পোশাক রয়েছে, আর নেই পেটের ক্ষুধার আগুন নিভানোর জন্য প্রয়োজন অনুসারে রুটি। এই জন্য আমাদের উচিত যে, নিজের বৈধ আনন্দের পাশাপাশি যতটুকু সম্ভব এমন সাদাসিদা লোকদের অভাবের প্রতি খেয়াল রাখা এবং তাদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা।

**নূরের পায়কার, সমস্ত নবীদের সর্দার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “এক লোকমা রুটি। এক মুষ্টি খেজুর বা এটা ছাড়া অন্য কোন জিনিষ যেটার দ্বারা মিসকিনের উপকার হয়। তার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করান। (১) খাবারের মালিক যিনি হুকুম দিয়েছে। (২) স্ত্রী যা তৈরী করেছিল। (৩) সেবক যে মিসকিন কে দিয়ে আসে।” তারপর **নানায়ে হাসনাইন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “প্রশংসা **আল্লাহ্ তাআলা** জন্য। যিনি আমাদের সেবকদের ও ছাড়েন নি। অর্থাৎ তারা ও সৎকাজের মধ্যে নিজের সামার্থ্য অনুসারে অংশ গ্রহণ এবং সদকা গরীব পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন।” **(মুজামু আউসাত, মিন ইসমিহি মুহাম্মদ, বাবুল মীম, ৪/৮৯, হাদীস- ৫৩০৯)**

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** অনেক সময় এমন ও হয়ে থাকে যে, সাধারন গরীবদের তো আমরা সাহায্য করে থাকি এবং নেক কাজের মধ্যে সম্পদের ভিত্তিতে বড় ছোট অংশ গ্রহণ করি। কিন্তু চেরাগের নিচে অন্ধকার নিজের অভাবী আত্মীয় স্বজনদের কথা ভুলে যা। এই জন্য তাদের ও স্মরণ রাখার এবং তাদের আত্ম সম্মান বোধে কষ্ট না পৌঁছিয়ে উত্তম ভাবে তাদের সাহায্য করবে, বরং তাদের প্রথমে প্রাধান্য দিবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন মাদানী কাজে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া উচিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমানের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদের সুন্নাতের ভরা পবিত্র পরিবেশ তৈরী করছে। এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে জানি না কত গুনাহ গারের **আল্লাহ্ তাআলা** দয়ায় তাওবার সৌভাগ্য হয়েছে এবং তারা এখন সালাত ও সুন্নাতের অনুসারী হয়ে আমল ওয়ালা ও কর্মযোগ্য মুসলমানের মতো জীবন অতিবাহিত করছে। আসুন! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেকে মাদানী কাজে সম্পৃক্ত করে নেকীর ধন ভান্ডার জমাকারী এক আশিকে রাসূলের মাদানী বাহার শুনি । অতঃপর

## আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে কি থেকে কি বানিয়ে দিলোঃ

লাইন জায়ির, বাবুল মদীনা (করাচীর) এক যুবক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা বর্ণনা এরূপ যে, প্রথমে আমি ও এক সাধারণ মডার্ন ও বেনামাযী ছেলে ছিলেন। জীবনের দিন-রাত অলসতা ও গুনাহ মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছিল। রমযানুল মোবারকের মাস ১৪২৩ হিজরী সনে এক ইসলামী ভাই আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাদের এলাকার ফয়যানে রযা মসজীদে (লাইনজায়ির) এর মধ্যে সংগঠিত হওয়া সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ে ইতিকাফের মধ্যে অংশগ্রহণের উৎসাহ দেন। আমি সাহস করলাম এবং ঘরের সদস্যদের থেকে অনুমতি নিয়ে রমযানুল মোবারকের শেষে দশ দিনের ইতিকাফকারী হয়ে গেলাম।

ইতিকাফের মধ্যে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের বরকতে খুবই ধন্য হলাম এবং ইতিকাফের মধ্যে সারা জীবনের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হয়ে থাকার দৃঢ় প্রতীজ্ঞবদ্ধ হলাম। অন্যান্য গুনাহের পাশাপাশি দাঁড়ি মুণ্ডানো থেকে তাওবা করে নিলাম। সাথে সাথে ইমামা শরীফ ও সাজিয়ে নিলাম এবং সুন্নাত অনুসারে মাদানী পোষাকের ও নিয়্যত করলাম। ঈদের দ্বিতীয় দিন আশিকানে রাসূলদের সাথে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করলাম এবং এই মোবারক সফরের বরকতে আমি কোরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র হয়ে রইলাম। **আল্লাহ্ তাআলা** এমন করুক যে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে যেন আমার থেকে না ছুঠে। এখন আমি ফ্যাশন এবং মডান যুবক নেই। ইতিকাফ ও সাথে সাথে মদিনী কাফেলার সফরের সময় আশিকানে রাসূলদের সংস্পর্শে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাকে কি থেকে কি বানিয়ে দিলো। আমার উপর **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ার উপর দয়া যে, আমি এই বর্ণনা দেওয়ার সময় নিজ এলাকার মাদানী ইনআমাতের যিম্মদারীর অনুসারে সুন্নাতের খেদমত করে যাচ্ছি।

**ফজলে রব ছে গুনাহোকি আদত ছুটি, মাদানী মাহল মে কর লো তুম ইতিকাফ।**
**নেকিয়া কা তুমে খুব জযবা মিলে, মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আত্মীয়-স্বজনদের উপর সদকা করার উৎসাহ ও গুরুত্ব বর্ণনা করে ইরশাদ করেন:

“اِنَّ الصَّدَقَةَ عَلٰى ذِىْ قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ اَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আত্মীয় স্বজনদের উপর সদকা করার সাওয়াব দ্বিগুন বাড়িয়ে দেওয়া হয়।” (মুজামু কবীর, ৮/২০৬, হাদীস- ৭৮৩৪)

আসুন! উৎসাহের জন্য সদকা করার বরকতের উপর ২টি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি এবং এর থেকে নসীহতের মাদানী ফুল গ্রহণ করি।

## এক রুটির সাওয়াব:

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত আব্দুল্লাহ নামক এক সন্নাসী ৬০ বছর পর্যন্ত ইবাদতে ব্যস্ত ছিলো। তারপর এক মহিলার ফিতনায় পড়ে ৬ রাতে গুনাহের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। তারপর সে তার গুনাহের প্রতি লজ্জিত হয়ে দৌড়ে মসজিদের দিকে আসল। সেখানে তিনজন ক্ষুধার্ত কে পেলো। তখন একটি রুটি তাদের উপর সদকা করে দিলো এবং তার মৃত্যু হয়ে গেলো। যখন তার আমল পরিমান করা হলো তখন এক পাল্লায় ৬০ বছরের ইবাদত , আর অপর পাল্লায় ৬ দিনের গুনাহ রাখা হলো। তখন গুনাহ ইবাদতের উপর বিজয়ী হলো, কিন্তু যখন সদকার রুটি রাখা হলো তখন সেটা গুনাহের উপর বিজয়ী হলো।

**(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যাকাত, ফছল মা-জা ফিল ইছার, ৩/২৬২, হাদীস- ৩৪৮৮)**

**ইয়া খোদা রহমত তেরী হাবি হে তেরী কহর পর,**
**ফজল ও রহমত কি সাহারে জি রাহা বদকার হে।**

**(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

## সদকার রুটি অজগর সাপ থেকে বাঁচিয়ে দিলো:

**দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, "উয়ুনূল হিকায়াত" ২য় খন্ডের ১৯৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা সালিম আবু জাআদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه থেকে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা ছালেহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সম্প্রদায়ের এক ঝগড়াটে লোক মানুষদেরকে খুবই বিরক্ত করতো। যখন লোকেরা তার কষ্টের মাধ্যমে খুব বেশি বিরক্ত হচ্ছিলো তখন হযরত সায়্যিদুনা ছালেহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কাছে আরয করলো: হুযুর! ঐ ব্যক্তির জন্য বদ-দোয়া করুন। আমরা তার উপর খুবই অতিষ্ট হয়ে গেছি। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তোমরা তার অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পাবে। লোকেরা ফিরে আসলো। ঐ ব্যক্তি প্রত্যেকদিন জঙ্গল থেকে লাকড়ি কেটে আনতো, আর তা বিক্রি করে তার পরিবারের দিন অতিবাহিত করতো।

নিয়ম অনুসারে ঐ দিনও সে জঙ্গলে গেলো, তার কাছে দুটি রুটি ছিলো, একটা নিজে খেলো অন্যটা সদকা করে দিলো। তারপর লাকড়ি কেটে নিরাপদে বাড়ী ফিরে আসলো। লোকেরা যখন তাকে নিরাপদ ভাবে আসতে দেখলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা ছালেহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর খেদমতে আরয করলো: হুযুর! ঐ ব্যক্তি সুস্থ ও নিরাপদ। এখনো পর্যন্ত তার উপর কোন ধরণের মুসীবত অবতীর্ণ হয়নি। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাকে ডেকে বললেন: হে যুবক! আজ তুমি কোন্ নেক কাজটি করেছো? বললো: আজ নিময় অনুসারে যখন আমি জঙ্গলে গেলাম তখন আমার কাছে দু'টি রুটি ছিলো। একটা আমি খেয়ে নিয়েছি, অন্যটি সদকা করে দিয়েছি। এছাড়া তো আর কোন নেক কাজের কথা আমার স্মরণ পড়ছেনা। তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: লাকড়ির বোঝাটি খোল। যখন বোঝাটি খুললো, তখন এর মধ্যে খেজুরের ডালের মতো মোটা একটি কালো বিষাক্ত সাপ ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা ছালেহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: হে যুবক! তোমাকে এই ভয়ানক বিষাক্ত অজগর সাপ থেকে তোমার সদকা কৃত একটি রুটিই বাঁচিয়ে দিলো।

(উয়ূনুল হিকায়াত, ২য় খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই ঘটনাটি শুনে সম্ভবত কারো মনে এই শয়তানী কুমন্ত্রণা আসতে পারে যে, এখন তো মুসলমানদের মনে কষ্ট দেওয়ার স্বাধীনতা পেয়ে গেছি, যেমন ইচ্ছা করবো, সদকার দ্বারা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে এটা শয়তানের অনেক বড় একটা আক্রমন। কেননা, যদি এই গুনাহের দায়িত্বটা খুলে দেওয়া হয়, তবে সমাজের মধ্যে কারো সম্পদ নিরাপদ থাকবে, না কারো সম্মান। বরং আমাদের সমাজ হিংস্রতার জঙ্গলের দৃশ্য উপস্থাপন করতে থাকবে, এই কারণে যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয় এবং সদকা দিয়ে নিজেকে এটা মনে করে যে, এখন তো আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, তবে নিঃসন্দেহে এটা শেষ পর্যায়ের বোকামী। এমন ব্যক্তিদের **আল্লাহ্ তাআলার** গোপন রহস্য সম্পর্কে ভয় করা উচিৎ। কেননা, হাদীস শরীফের মধ্যে মুসলমানদের মনে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে কঠের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব "গীবত কি তাবাহকারীয়া" এর ৪৪৪ পৃষ্ঠা বর্ণনা করেন: নিঃসন্দেহে মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করা বা তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা এবং মনে কষ্ট দেওয়া হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰه অর্থাৎ- যে কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো সে আমাকে কষ্ট দিলো, আর যে আমাকে কষ্ট দিলো সে **আল্লাহ্ তাআলা**কে কষ্ট দিলো।" (মু'জামু আউসাত, বাবুস সীন, মিন ইসমিহি সাঈদ, ২/৩৮৭, হাদীস- ৩৬০৭)

যা হোক, এগুলো সব **আল্লাহ্ তাআলা**র ইচ্ছা। যদি তিনি চান কাউকে একটি গুনাহের কারণে বন্ধি করবেন এবং যদি চান তবে কাউকে একটি নেকীর কারণে মুক্তি দিবেন। তার অনুগ্রহ ও দয়ায় এইভাবে ক্ষমার পরওয়ানা প্রদান করবেন, আমাদের তো **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমতের আশার পাশাপাশি তাঁর গোপন রহস্যের ভয়ের ব্যাপারে ভীত থেকে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ এবং নিজের নেকী ও সদকা বা আগামীতে তাওবা কারার শক্তি প্রয়োগের উপর গুনাহের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা থেকে দূরে থাকা উচিৎ।

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه নূরুল ইরফান ৩৭৬ পৃষ্ঠায় সূরা ইউসুফের ৯নং আয়াত প্রসঙ্গে বলেন: তাওবা করার ইচ্ছায় গুনাহ করা কুফরী। এক জায়গায় আরো অধিক ব্যাখ্যা করে বলেন: তাওবার ইচ্ছায় গুনাহ করা কুফরী, যে গুনাহ করলে কি সমস্যা, কাল তাওবা করে নিবো। এটা তাওবা নয় বরং শরীয়াতের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি ভীতিহীন হয়ে যাওয়া। উভয় কথাই কুফরী। (মিরআতুল মানাজীহ, ৩/৩৬০)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইবনে আব্বাদ শাজেলি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে বর্ণিত; আহলে মারিফাত বলেন: এটা মিথ্যা আশা, যেটা ব্যক্তিকে অহংকারী ও আমল থেকে অলস করে দেয়। গুনাহের প্রতি দুঃসাহসী করে দেয়, প্রকৃত পক্ষে আশাই নেই বরং শয়তানের পক্ষ থেকে ধোকা ও চাল।

এমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** হুকুমের অমান্য করে রহমতের আশা করাটা বোকামী ও মূর্খতা।

(আশিয়াতুল লুময়াত, কিতাবুর রিকাক, বাব ইসতিহ বাবুল মাল ওয়াল ওমর লিত ত্বয়া, আর ফসলুস সানী, ৪/২৫১-২৫২)

**আহ! তুগইয়ানিয়া গুনাহো কি, পা-র নাইয়া মেরী লাগা ইয়া রব!**
**নফস ও শয়তান হো গেয়ী গালিব, ইনকি চুঙ্গল ছে তো ছুড়া ইয়া রব!**

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## মজলিশে ওশর ও গ্রামাঞ্চল

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** দূর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল ইলমে দ্বীন থেকে দূরবর্তী এবং দুনিয়াবী কৃষক মুসলমানদেরকে ওশর ও যাকাতের মতো বড় ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে দূরে রেখেছে। অতঃপর মুসলমানদের কল্যাণ ও ওশরের গুরুত্ব উপস্থাপন ও এই মহান সম্পদের ইবাদত আদায় করার চেতনা জাগাতে এবং তা আদায় না করার গুনাহ থেকে বাঁচতে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মধ্যে "মজলিশে ওশর ও গ্রামাঞ্চল" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ওশর হলো, প্রকৃত পক্ষে জমীনের যাকাত, জমীনের মধ্যে যে ফসল ইত্যাদি হয়। এর ১/১০ অংশ (এক দশমাংশ) এবং অনেক সময় ১/২০ অংশ উৎপন্নকারী উপর যাকাত ফরজ হয়। এই কারণে ওশরের দিনে সাপ্তাহিক এবং অন্যান্য সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে **আল্লাহ্**র রাস্তায় খরচ করার ফযীলত বর্ণনা করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে ওশর দিতে এবং জমা করানোর উৎসাহ প্রদান করা হয়।

এই শূবার যিম্মাদারগণ ওশর সংগ্রহের জন্য কৃষক/ জমিদার। বাগানের মালিক ইত্যাদির কাছে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে যোগাযোগে করতে থাকে। "কৃষক ইজতিমা" ও আয়োজন করা হয়। রিসালা, "ওশর কি আহকাম" বন্টন করে ওশর দেওয়ার মন মানসিকতা দেওয়া হয়।

বিশেষ করে জমীদারদের উচিত, যে ওশরের ব্যাপারে জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশিত ৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা। "ওশর কি আহকাম" এবং চান্দা করার শরয়ী সতকর্তা আবশ্যকারী ভাবে পড়ুন এবং শরীয়াত অনুসারে নিজের ফসলের যাকাত বের করার ব্যাপারে দারুর ইফতা আহলে সুন্নাত থেকে অবশ্যই দিকনির্দেশনা অর্জন করুন।

আল্লাহ্ করম এইছা করে তুঝপে জাহা মে, এ দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধূম মাজী হো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## ১২ মাদানী কাজের মধ্যে থেকে এক মাদানী কাজ "ছুটির দিনে ইতিকাফ"

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নেকী করতে, গুনাহ থেকে বাঁচতে সদকায় উৎসাহ উদ্দীপনা অন্তরে সৃষ্টি করতে দুনিয়া ও আখিরাত থেকে মুক্তি পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকুন। আর নেকীর মধ্যে স্থায়ী থাকার জন্য যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে বড় ছোট সবাই অংশ নিন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের এক কাজে "ছুটির দিন ইতিকাফ" এই জন্য সকল ইসলামী ভাইদের প্রতি আরজ যে, সাওয়াব অর্জনের জন্য ছুটির দিনে ইতিকাফ করুন।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মসজীদে ইতিকাফ করা অনেক বড় ইবাদত। যাকে ইতিকাফ বলা হয় গ্রমোঞ্চল ছাড়া ও শহরের নতুন ও দুর্বল এলাকার (যেকানে মাদানী কাজ কম) লোকদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পক্ত করার জন্য জুমার দিন বা রবিবার ফজরের পর থেকে জুমার নামায পর্যন্ত বা সুবিধা অনুসারে আসর থেকে মাগরীব পর্যন্ত ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হয়।

❧ এলাকা সমূহ থেকে যে সব ইসলামী ভাই গ্রামাঞ্চলে ছুটির দিনে ইতিকাফের জন্য যায়। তাদের সাথে জামেয়াতুল মদীনা ছাত্ররা ও অংশ গ্রহণ করলে তো মদীনা মাদীনা। ❧ জামেয়াতুল মদীনা থেকে যে সব ছাত্ররা ফজরের নামাযের পর কোন গ্রামে যায়, তখন তাদের সাথে কোন উস্তাদ সাহেবের ও ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ❧ প্রথমে সুন্নাত সমূহ ও দোয়া শিখা ও শিখানোর হালকা লাগাবে। ❧ জুমার নামাযের প্রথম এলাকায়ে দওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের ব্যবস্থা করবে। ❧ জুমার নামাযের পর স্থানীয় লোকদের মধ্যে মাদানী হালকা ও আসরের বয়ানের পর ফিরে আসার ব্যবস্থা করবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যখন কোন সদকার আলোচনা হয় এবং এর ফযীলত বর্ণনা করা যায়। তখন স্বাভাবিক ভাবে আমাদের অন্তরে তাড়াতাড়ি প্রভাব প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সদকা সমূহ যার সাথে সম্পর্ক সম্পদের সাথে, আর এই ফযীলত সমূহ এই সদকার সাথে নিদিষ্ট, অথচ **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই ধরনের সদকার কথা আলোচনা করেছেন যার মধ্যে ধন সম্পদ খরচ করা ব্যাতীত সদকার ফযীলত অর্জন করা যায়। এমনি ভাবে কিছু সদকা এইরূপ যে, যেটার সম্পৃক্ততা অধিক ফযীলত পূর্ণ সদকার সাথে রয়েছে। ঐ ফযীলত পূর্ণ সদকার মধ্যে আথিক সদকা ও সম্পৃক্ত আর সেটা এটা ও যে যার মধ্যে সম্পদ খরচ করতে হয় না। আসুন প্রথমে ঐ সদকা ব্যাপারে শুনি যেটাতে সম্পদ খরচ করতে হয় না।

## সম্পদ খরচ করা ছাড়াই সদকা:

আপন ভাইয়ের জন্য মুচকী হাসা সদকা। নেকীর দাওয়াত দেওয়া আর খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা সদকা। পথ হারাকে পথ দেখানো, কম দৃষ্টি সম্পন্ন বা অন্ধ কে সাহায্য করা সদকা। রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা, হাড্ডি সরিয়ে দেওয়া সদকা। নিজের বালতি থেকে নিজের ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেওয়া সদকা। (তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওযস সিলাহ, বার, মা-জা ফি ছফয়িল মারুফ, ৩/৩৮৪ হাদীস ১৯৪৩) কর্জ দেওয়া সদকা। (শুয়াবুল ঈমান, বাব ফিয যাকাত, ফছল ফিল করজ, ২৮৪/৩) হাদীস ৩৫৬৩) মন্দ ছড়ানো থেকে দূরে থাকা সদকা। (বুখারী কিতাবুল আদব, বার ফুল্লুমারুফ সদকা, হাদীস! ৬০২২, ১০৫/৪) দুই ব্যক্তির মাঝে ইনসাফ করা পশুর উপর আরোহিত হতে বা সরঞ্জাম উঠতে কাউকে সহযোগীতা করা, ভালো কথা বলা, নামায আদায় করার জন্য চলা এবং রাস্তা থেকে কষ্ট দায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা সদকা। (মুসলীম, কিতাবুয যাকাত, বার বয়ান আন ইসমুস সদকা, ১০০৯ হাদীস, ৫০৪ পৃষ্ঠা) গাছ লাগানো বা ক্ষেতি করা যেখানে কোন ব্যক্তি পাখি বা পশু রাখে এটা ও সদকা।

(মুসলীম, কিতাবুল মাসাকা ওয়াল মাযারা বার, ফদলুল গরছ ওয়াজ যরায়, ১৫৫৩ হাদীস, ৮৪০ পৃষ্ঠা)

আসুন! এখন ঐ সদকা সমূহের ব্যাপারে শুনি যেগুলি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তম সদকা বলেছেন, অর্থাৎ যদি কোন মুসলমান ঐ সদকা সমূহ আদায় করে নেয়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার উত্তম সদকার সাওয়াব অর্জন হয়ে যাবে। সে গুলি মধ্যে কিছু উপস্থাপন করছি।

## উত্তম সদকা সমূহঃ

দরিদ্রদের যতটুকু সম্ভব সদকা দেওয়া। (আবু দাউদ, কিতাবুয যকাত, বাব ফিররুখছা ফি বালিক, ২/১৭৯, নং ১৬৭৭) সুস্থ অবস্থায় সদকা করা লোভ থাকা সত্ত্বে ও সদকা করা এবং নিজের অভাবের ভয় হওয়া সত্ত্বেও সদকা করা উত্তম সদকার মধ্যে থেকে সদকা। (বুখারী, কিতাবুল ওসায়া, বাব, সদকাতু এনদাল মউত, ৪/২৩৪, হাদীস- ২৭৪৮) এমনি ভাবে কোন মুসলমানকে ইলমে দ্বীন শিখানো তারপর নিজ ইসলামী ভাইকে শিখানো। (ইবনে মাযাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, বার সাওয়াব মুয়াল্লিমুন্নস, বিল খাইর, ১/১৫৮, হাদীস- ২৪৩) ক্ষুধার্তকে পেটে ভরে খাওয়ানো। (শুয়াবুল ঈমান, বাব ফিয যাকাত, ফসল ফি ইতয়্যমুত তয়াম, ৩/২১৭, হাদীস-! ৩৩৬৭) বিদ্বেষ পোষণকারী আত্মীয়কে সদকা দেওয়া। (আততারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুস সত্তম বাবুত তারগীব ফি সত্তমে শাবান, ২/৩৪, হাদীস- ১৫৪৫) বিমুখ হয়ে যাওয়া মুসলমান মুসলমানের প্রতি আপোষ করে দেওয়া। (মুসতাদরাক, কিতাবুয যাকাত বাব আফদালুস সদকা, ২/২৭, হাদীস- ১৫১৫) বৈধ সুপারিশ করে কোন বন্দি কে মুক্তি দিয়ে দেওয়া, কারো রক্ত প্রবাহিত হওয়া থেকে বাচিয়ে দেওয়া। নিজ মুসলমান ভাইয়ের প্রতি দয়া করা। (শুয়াবুল ঈমান বার ফি তায়বুনু আলাল বিরবে ওয়াত তাকওয়া ৬/১২৪, হাদীস-৭৬৮২) এবং ভাল আলোচনা করা। (শুয়াবুল ঈমান, বাব ফি তায়াবুনু আলাল বিরবে ওয়াত তাকওয়া, ৬/১২৫, হাদীস-৭৬৮৪)

এ সকল কার্যাবলী বিভিন্ন হাদীস শরীফের আলোকে উত্তম সদকা সমূহের মধ্যে গন্য হয়ে থাকে। যেগুলোর মধ্যে কিছু আর্থিক আর কিছু অনার্থিক সদকা। যেগুলোতে সম্পদ খরচ করা ব্যতীত সদকা করার সাওয়াব লাভ করে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** আহলে হকদের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক মসজিদ ভরা সংগঠন যে, যেটা দ্বীনের প্রচারের কমপক্ষে ১০২ শুবাব মধ্যে নেকীর দাওয়াত সাড়া জাগানোর মধ্যে কর্মরত রয়েছে এই সময় যখন বাতিল শক্তি সমূহ চারিদিক থেকে পূর্ণ শক্তির সাথে মুসলমানদের ঈমান ধ্বংস করতে এবং তাদের পথ-ভ্রষ্টতার গর্তে ফেলতে চেষ্টায় ব্যস্ত। এমনি পরিস্থিতিতে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আশার আলো হয়ে ফুঠলো এবং

এই মাদানী সংগঠন উম্মতের ডুবন্ত নৌকাকে সাহারা দিতে সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাতকে ব্যাপক করতে কুরআনের নুর দ্বারা বক্ষ কে আলোকিত করতে উম্মতে মুস্তফাকে অলসতার নিদ্রা থেকে জাগাতে উৎসাহ উদ্দীপনায় অল্প সময়ে অনেক দেশে এবং শহরের মধ্যে মাদানী মুন্না ও মুন্নীদের জন্য শত শত মাদারিস বনাম "মাদ্‌রাসাতুল মদীনা" অতঃপর ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের জন্য জামেয়াত বনাম "জামেয়াতুল মদীনা" এর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মধ্যে হাজারো ছাত্র ছাত্রী কুরআন ও সুন্নাতের বিনামূল্যে শিক্ষা অর্জন করছে যেখানে তাদের অলংকৃত কুরআন ও ইলমে দ্বীন এমন কি শরয়ী ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ দ্বারা সুসজ্জিত করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। যাতে ইলমে অর্জন শেষ করার পর সম্প্রদায়ের এই প্রকৃত স্থপতি সমাজের বিঘ্নতা কে সুধরাতে নিজের দায়িত্ব আদায় করে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত এই মাদানী উদ্দেশ্য অনুসারে জীবন অতিবাহিত কারী হয়ে যায়। "**আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্ঠা করতে হবে** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।"

**স্মরণ রাখবেন! দা'ওয়াতে ইসলামী**তে আওতায় পরিচালিত এই মাদরাসাতুল মদীনা। ও জামেয়াতুল মদীনা দ্বীনি ফযীলতের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্ব বহন করে। এই কারণে এই মাদারাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনা কে প্রতিষ্ঠিত রাখতে এর মধ্যে বিভিন্ন খাতে বছরে কোটি টাকা খরচ হয়। যার জন্য সময়ে সময়ে মাদানী চ্যানেলের ম্যধ্যমে মাদানী আতিয়াতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় এই জন্য আপনার কাছেও আরয যে, ইলমে দ্বীনের ছাত্রদের দোয়ার মধ্যে অংশ পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উন্নতী এবং মাদ্রাসাতুল মদীনা ও জামেয়াতুল মদীনার ভিত মজবুত করার জন্য, যাকাত ফিতরা, সদকা নফলী আতিয়াত এবং ওশর ইত্যাদির মাধ্যমে না শুধু সহযোগীতা করবেন বরং নিজের আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদের কে ও এ প্রতি উৎসাহিত করুন। আমাদের মুখ নাড়ার ধরুন এবং আমাদের ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে যদি কারো মাদানী মন মানষিকতা হয়ে যায় এবং সে যদি তার যাকাত, ফিতরা, সদকা, নফলী আতিয়াত বা ওশর ইত্যাদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য দিয়ে দেয়, তবে সেটা আমাদের জন্য সাওয়াবে জারিয়ার মাধ্যম হয়ে যাবে।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ হাজারো আশিকানে রাসূল বিভিন্ন ভাবে কুরআন ও সুন্নাহে প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক মসজিদ ভরা সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য আর্থিক সহযোগীতার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। হতে পারে যে, আমাদের মধ্যে কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কল্যাণের মধ্যে নিজের অংশ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের মধ্যে কিভাবে সম্পৃক্ত করব?

আসুন! এক সহজ পদ্ধতি আপনাদের সম্মুখে আরজ করছি যে, যার মাধ্যমে গরীব ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী আতিয়াতের মধ্যে নিজের অংশ সম্পৃক্ত করতে সফলকামী হতে পারবে মাদানী আতিয়াত বক্সের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগীতা।

**দা'ওয়াতে ইসলামী**র মজলিশ শূবা মাদানী আতিয়াত বক্স এর পক্ষে থেকে এক বক্স ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মাদানী আতীয়াত বক্স দোকান, কারখানা, মাকেট, শপিং মল, মেডিকেল, ইস্টোর এবং অফিস ইত্যাদিতে রাখা পাশাপাশি ঘরে ও রাখা যাবে। যাতে আমরা খুব সহজে প্রতিদিন কিছু কিছু টাকা এই বক্সে ফেলতে পারি। যিনি দোকানদার তিনি ভালো ভালো নিয়্যাত তার গ্রাহক দের **(Coutomer)** উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদের কে **আল্লাহ্**র রাস্তায় সম্পদ খরচ করার উৎসাহ ও ফযীলত বলে তাদের থেকে ও তাদের অংশ অন্তভূক্ত করার ব্যবস্থা করলে তো মদীনা মদীনা। পরামর্শ মূলাক আরয যে, আমরা প্রতিদিন এক টাকা নির্ধারণ করে নিয়। উদাহারণসরূপ ৫ টাকা ঠিক আছে। তারপর সে অনুসারে আমরা প্রতিদিন আতিয়াত বক্সে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে এই মাদানী আতিয়াত জমা করে দিবে। যে সব দোকান ইত্যাদিতে বক্স রাখা হয় তাকে মাদানী আতিয়াত বক্স আর যেটা ঘরে রাখা হয়, তাকে ঘরের সদকা বক্স বলা হয়।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হাদীসে পাকের মধ্যে রয়েছে: "اِنَّ الدَّالَّ عَلَی الْخَیْرِ کَفَاعِلِه অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে নেকীর প্রতি রাস্তা প্রদর্শনকারী নেকীকারীর মতো।"

(তিরমিযী, কিতাবুল উলম, বাব মা-জায়াদ দাল আলাল খাইরে কাপাইলিহি, ৪/৩০৫, হাদিস ২৬৭৯)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: নেকীকারী। অন্য কাউকে দিয়ে আদায়কারী, বক্তা, পরামর্শ দাতা সবাই সাওয়াবের হকদার। (মিরআতুল মানজীহ, ১/১৯৪)

## বয়ানের সারাংশ:

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আজকের বয়ান আমরা সদকা ফযীলত সম্পর্কে শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

❋ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সদকা করার বরকতে সম্পদ জ্বলা ও ডুবা এবং চুরী হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

❋ সদকার বরকতে রিযিক প্রশস্থ হয়।

❋ সদকা করার বরকতে বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পায়। মন্দ মৃত্যু্যে দূর হয়। এমনকি (বড়ত্ব) ও অহংকারের মতো বাতেনী রোগ দূর হয়।

❋ সদকা কবরের উত্তাপ থেকে রক্ষা হায়াতে বরকত জাহান্নাম থেকে মুক্তি **আল্লাহ্ তাআলা** নৈকট্য অর্জন এবং জান্নাতের প্বার্শবর্তী হিদায়াত ও পথ প্রদর্শের এক বড় মাধ্যম।

এই জন্য আমাদের উচিৎ যে, সাওয়াব অর্জনের জন্য সামর্থ্য অনুসারে নিজের পছন্দনীয় জিনিষ ইখলাসের সাথে সাথে **আল্লাহ্ তাআলা** রাস্তায় অবশ্যই সদকা করা এবং কৃপনতা থেকে সব সময় বাঁচতে থাকা। কখনো এমন যেনো না হয় যে, সদকা ও অন্যান্য নেক কাজের মধ্যে গড়িমসি করতে করতে আমাদের জীবনের অবস্থায় এমনি মোড় এসে যায় যে, আমরা ইচ্ছা করা সত্ত্বে ও সদকা করতে না পারি, বা মৃত্যু্যে এসে যায় এবং আমাদের দুঃখ ও আফসোসে ফেলে দেয়। যেটার কোন অর্জন নেই। এটা ও জানা গেলো যে, সদকা শুধুমাত্র আর্থিক সহযোগীতার সাথে নিদিষ্ট নয়। বরং কোন মুসলমানের সামনে মুচকী হেসে দেওয়া। নেকীর দাওয়াত দেওয়া। রাস্তা থেকে কষ্ট দায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া এবং মুসলমানদের মধ্যে সংশোধন করে দেওয়া, ইত্যাদির মাধ্যমে কোন পয়সা খরচ করা ছাড়া ও সাওয়াব অর্জন করা যায়। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের কে খুশি মনে তার রাস্তায় সময়ে সময়ে সদকা ও নেক কাজ করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

**সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,**
**জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## চলাফেরার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত রিসালা- "১৬৩ মাদানী ফুল" থেকে ইমামা (পাগড়ী) শরীফ বাঁধার সুন্নাত ও আদব শুনি: ✱ ১৫ পারা সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৭ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর জমিনে অহংকার করে চলো না। নিশ্চয় তুমি কখনো জমিনকে চিরে ফেলতে পারবেনা এবং দৈর্ঘ্যে পাহাড়গুলো পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেনা।

✱ **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিধান করে অহংকার করে চলছিল এবং সে অহংকারে বিভোর ছিল। সুতরাং তাকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হলো। সে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনের নিচের দিকে ধ্বসতেই থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, ১১৫৬পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৮৮) ✱ **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কখনো পথ চলতে চলতে কোন সাহাবী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর হাত আপন হাত মুবারকে নিয়ে নিতেন। (আল মুজামুল কাবীর, ৭ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭১৩২)
✱ যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে রাস্তার এক পাশ দিয়ে মধ্যম গতিতে চলুন,

না এতো দ্রুত গতিতে চলবেন যে, মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় যে, লোকটি দৌঁড়ে দৌঁড়ে কোথায় যাচ্ছে! আর না মতো ধীরগতিতে চলবেন যে, লোকেরা আপনাকে অসুস্থ মনে করে। ✱ রাস্তায় চলার সময় অহেতুক এদিক সেদিক দেখা সুন্নাত নয়, দৃষ্টি নত রেখে গাম্ভীর্যতার সাথে চলুন। ✱ চলতে ফিরতে বা সিঁড়িতে উঠতে নামতে এটা খেয়াল রাখবেন যেন জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়। ✱ রাস্তায় দুজন মহিলা দাঁড়ানো বা হাটতে থাকলে তাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করবেন না কেননা, হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫২৭৩) ✱ অনেকের এ অভ্যাস আছে যে, রাস্তায় চলার সময় কোন বস্তু সামনে পড়লে তা লাথি মারতে থাকে, এটা একেবারে ভদ্রতার পরিপন্থি। এতে পাগুলো আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, এছাড়া পত্রিকা কিংবা লিখা রয়েছে এমন কৌটা, প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেআদবীও বটে।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘সুন্নাত ও আদব’** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

**লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।**
**হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

# দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

## (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পা করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পা করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

## (৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পা করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْمِ اللّٰہِ
صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পা করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু্ ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযূরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

“সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পা করে তখন এভাবে পড়ে।”

( আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পা করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

## (১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

**(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)**

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ
رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

**ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net